দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ২৪ JUN 2010
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

শিক্ষা ভবনে এমপিওভুক্তির ঘুষ-বাণিজ্যের সিন্ডিকেট নেতারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে

ইনকিলাব রিপোর্ট

শিক্ষা ভবনে শিক্ষক-কর্মচারীদের ঘুষ বাণিজ্যের সিন্ডিকেট নেতা এবং প্রশ্রয়দানকারীরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। সূত্রমতে, গত ১৫ জুন দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত ঘুষ-বাণিজ্যের সিন্ডিকেট নেতা এবং প্রশ্রয়দাতারা নিজেদের আড়ালে রাখতে সংবাদ প্রকাশসহ অন্যদের চিহ্নিত করে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের কৌশল অবলম্বন করেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর ইঁশিয়ারি এবং দু'জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ

সূত্রমতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির দায়ি পৃথক করে দেয়া আছে। সে অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রীর নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির দায়িত্ব শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তিকরণ কমিটির। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং শা-৪/১জি-৩/২০০৪ (অংশ-১) ৭৬ (১০০) অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তিকরণ কমিটির সভাপতি হচ্ছেন, যুগ্মসচিব মাধ্যমিক, সদস্য হচ্ছেন, পূ ১৫ ক ২

শিক্ষা ভবনে এমপিওভুক্তির ঘুষ-বাণিজ্যের

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমিক কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শাখার ৫ জন উপসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিজি'র মনোনীত একজন পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক, ব্যানবেইজের পরিচালক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩, ৫, ৯, ১১ ও ১৬ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিবগণ এবং সদস্য সচিব হচ্ছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শাখা ৪-এর সিনিয়র সহকারী সচিব। কিন্তু বর্তমানে ও কমিটির মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তিকরণ না করে শিক্ষা ভবন থেকে সরাসরি এমপিওভুক্তির কাজ করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষা ভবনে গড়ে উঠেছে এমপিওভুক্তির জন্য ঘুষ-বাণিজ্যের সিন্ডিকেট। আর এ সিন্ডিকেটকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে উচ্চ পর্যায় থেকে।

শিক্ষা ভবনে এমপিওভুক্তির ঘুষ-বাণিজ্যের সংবাদ প্রকাশের প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী গত ২৪ ডিসেম্বর শিক্ষা ভবনে আকস্মিক পরিদর্শনে এসে এমপিওভুক্তি নিয়ে ঘুষ-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ইঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন এবং দু'জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন।

সূত্রমতে, শিক্ষামন্ত্রীর পদক্ষেপের বাইরে রয়ে গেছে সিন্ডিকেট নেতারা এবং প্রশ্রয়দাতারা কৌশলে দু'জন সিন্ডিকেট সদস্যকে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজেরা আড়ালেই রয়ে গেছেন। সূত্র উল্লেখ করেছে, শিক্ষামন্ত্রীর পরিদর্শনের সময় এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষা ভবনে আগত শিক্ষক-কর্মচারীদের সরিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, শিক্ষামন্ত্রী পরিদর্শনের সময় শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিওভুক্তিসহ অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে ঘুষ-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্তদের শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন এবং তদন্ত কমিটিকে ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন।

সূত্র মতে, গত ১৫ জুন দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত শিক্ষা ভবনের ঘুষ-বাণিজ্যের রিপোর্টে জড়িত যাদের নাম উল্লেখ হয়েছে, গোয়েন্দা তদন্তের মাধ্যমে রাজধানী এবং রাজধানীর বাইরে সেসব সিন্ডিকেট নেতাদের ফ্ল্যাট, ব্যবসাসহ সম্পত্তি এবং ব্যাংক ব্যালেন্স সম্পর্কে অনেক তথ্য বের করা সম্ভব। এছাড়া স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করলেও ঘুষ-বাণিজ্যের অনেক তথ্য বের হয়ে আসবে। আর তখনই প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে সঠিক বিচার সম্ভব।